মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৪

(১)অতঃপর ইবলিসের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার জন্য হযরত ইসা আ.কে আল্লাহর রুহের পরিচালনায় মরুপ্রান্তরে যেতে হলো। (২)চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত রোজা রাখার পর তাঁর খিদে পেলো। (৩)তখন ইবলিস এসে তাঁকে বললো, "তুমি যদি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন হও, তাহলে এই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বলো।" (৪)কিন্তু উত্তরে তিনি বললেন, একথা লেখা আছে- 'মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না কিন্তু আল্লাহর মুখের প্রত্যেকটি কালামের দ্বারাই বাঁচে।'"

(৫)তখন ইবলিস তাঁকে পবিত্র শহরে নিয়ে গেলো এবং বায়তুল-মোকাদ্দসের চূড়ার ওপর দাঁড় করিয়ে তাঁকে বললো, (৬)"তুমি যদি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন হও, তাহলে লাফ দিয়ে নিচে পড়ো। কারণ লেখা আছে- 'তিনি তাঁর ফেরেস্তাদের তোমার বিষয়ে হুকুম দেবেন,' এবং 'তারা তাদের হাতে করে তোমাকে তুলে ধরবেন, যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।'" (৭)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আবার একথাও লেখা আছে- 'তোমার আল্লাহ মালিককে পরীক্ষা করবে না।'"

(৮)ইবলিস আবার তাঁকে খুব উঁচু একটি পাহাড়ে নিয়ে গেলো, দুনিয়ার সব রাজ্য ও তার জাঁকজমক দেখালো এবং তাঁকে বললো,

(৯)"তুমি যদি নতজানু হয়ে আমাকে সেজদা করো, তাহলে এই সবই আমি তোমাকে দেবো।" (১০)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "দূর হ শয়তান! কারণ

একথা লেখা আছে- ‘তুমি তোমার মালিক আল্লাহকেই সেজদা করবে এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে।’”

(১১)অতঃপর ইবলিস তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো। আর তখনই ফেরেস্তারা এসে তাঁর সেবাযত্ন করতে লাগলেন।

(১২)তারপর হযরত ইসা আ. যখন শুনলেন যে, হযরত ইয়াহিয়া আ.কে জেলখানায় বন্দি করা হয়েছে, তখন তিনি গালিলে চলে গেলেন। (১৩)তিনি নাসরত ছেড়ে লেকের পাড়ে জাবুলুন ও নাপ্তালি এলাকায় অবস্থিত কফরনাহুমে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। (১৪)এতে নবি হযরত ইসাইয়ার মাধ্যমে যেকথা বলা হয়েছিলো তা পূর্ণ হলো- (১৫)“জাবুলুন দেশ ও নাপ্তালি দেশ, সমুদ্র-পথ, জর্দানের ওপার, অ-ইহুদিদের গালিল, (১৬)যে-জাতি অন্ধকারে ছিলো, তারা মহা-আলো দেখতে পেলো; এবং যারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়ায় ছিলো, তাদের কাছে আলো দেখা দিলো।”

(১৭)সেই সময় থেকে হযরত ইসা আ. এই বলে প্রচার করতে শুরু করলেন, “তওবা করো, কারণ আল্লাহর রাজ্য কাছে এসে গেছে।”

(১৮)তিনি গালিল লেকের পাড় দিয়ে যাবার সময় দুই ভাইকে অর্থাৎ সাফওয়ান, যাকে পিতর বলা হয় এবং তার ভাই আন্দ্রিয়ানকে দেখতে পেলেন; তারা লেকে জাল ফেলছিলেন, কারণ তারা ছিলেন জেলে।

(১৯)তিনি তাদের বললেন, “আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করবো।” (২০)তখনই তারা তাদের জাল ফেলে রেখে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

(২১)সেই জায়গা থেকে কিছু দূর গেলে পর তিনি অন্য দুই ভাইকে অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব ইবনে জাবিদি ও তার ভাই হযরত ইউহোন্না রা.কে দেখতে পেলেন। তারা তাদের পিতা জাবিদির সাথে নৌকায় বসে জাল মেরামত করছিলেন। তিনি

তাদের ডাক দিলেন। (২২)তারা তখনই তাদের পিতাকে ও নৌকা ছেড়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

(২৩)হযরত ইসা আ. গালিলের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাদের বিভিন্ন সিনাগোগে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। আল্লাহর রাজ্যের সুখবর প্রচার এবং লোকদের সবরকম রোগ ও অসুস্থতা থেকে সুস্থ করতে লাগলেন। (২৪)এর ফলে গোটা সিরিয়ায় তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। তারা সব রোগীদের- যারা নানা রকম রোগে ও ভীষণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলো, যাদের ভূতে ধরেছিলো এবং যারা মৃগী ও অবশরোগে ভুগছিলো- তাঁর কাছে নিয়ে এলো এবং তিনি তাদের সুস্থ করলেন। (২৫)গালিল, দিকাপলি, জেরুসালেম, ইহুদিয়া এবং জর্দানের অন্য পাড়ের অনেক মানুষ তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগলো।